যুগান্তর

তারিখ ... 18 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৪...

উজিরপুর সোনার বাংলা মাধ্যমিক্ বিদ্যালয়

শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে

প্রাচুর্য রানা, *বরিশাল ব্যুরো* ও মহসিন মিঞা পিটন, *উজিরপুর প্রতিনিধি*

সৃজনশীলের সুফল পেতে দ্রুত গাইড বই নিষিদ্ধ এবং শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন বরিশালের উজিরপুর উপজেলার সোনার বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল হক

হবে : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

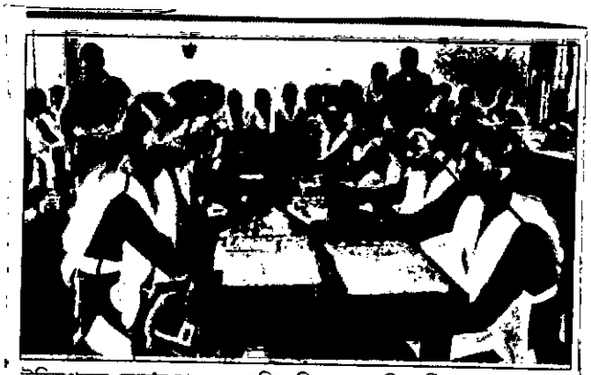

উজিরপুরের সোনার বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যুগান্তর

হবে : কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সরদার। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি সুন্দর ও আন্তর্জাতিক মানের একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন হলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান অনেক বেশি উন্নত হবে এবং বাস্তব জীবনে তারা এর প্রয়োগ করতে পারবে।

কিন্তু এ পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তাছাড়া এ পদ্ধতির সুফল পেতে হলে আগে বাজার থেকে গাইড বই পরিহার করা এবং শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা প্রয়োজন। তা না হলে এ পদ্ধতি আদৌ বাস্তবায়িত হবে না। তবে এ জন্য শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির কথাও বলেন তিনি। প্রধান শিক্ষক বলেন, বেতন কম থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় শিক্ষকদের। এর প্রভাব পড়ে ক্লাসেও। এজন্য শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

উপজেলার শিকারপুর ইউনিয়নে ১৯৭২ সালে স্থাপিত স্কুলটিতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৫২৫ শিক্ষার্থী রয়েছে। যার মধ্যে ২২৫ ছাত্র এবং ৩০০ জন ছাত্রী। বিদ্যালয়ের ১৬ শিক্ষকের ১২ জনই সৃজনশীলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তবে তা মাত্র তিন দিনের। শিক্ষকদের দাবি, এতে লেখাপড়ার মান উন্নীত হচ্ছে না। তারা জানান, এর প্রমাণ মিলে প্রশ্নে দেয়া উদ্দীপক আর ছাত্রদের উত্তরে কোনো মিল থাকছে না।

সৃজনশীলে শিক্ষার্থীদের গণিত নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। এর মধ্যে বেশি সমস্যায় পড়তে হয় নৈর্ব্যক্তিকের উত্তর দেয়ার সময় নিয়ে। জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ফজলুল হক বলেন, গণিতে ৪০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য ৪০ মিনিট সময় যথেষ্ট নয়।

পরীক্ষার্থীরা এ সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ উত্তর দিতে হিমশিম খায়। তাছাড়া গণিতে উদ্দীপক থেকে সঠিক উত্তর বের করে আনা শিক্ষার্থীদের জন্য কষ্টকর। বিশেষ করে উচ্চতর গণিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থা খুবই খারাপ। একজন মাত্র বিএসসি গণিত শিক্ষক থাকায় একার পক্ষে সব ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না।

তিনি জানান, বিদ্যালয়ে একদিকে যেমন রয়েছে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সংকট। অন্যদিকে রয়েছে আসবাবপত্র সংকট। যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের আরও প্রশিক্ষণ ও ফলোআপ প্রয়োজন। তাছাড়া আইসিটি, চারুকারু এবং কর্মমুখী বিষয়গুলোতে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষার্থীরা কিছুই শিখতে পারছে না।

গাইড বই বন্ধের কথা বলেন বিজ্ঞান শিক্ষক জগদীস চন্দ্র মণ্ডলও। তিনি বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতিকে আরও সহজতর করা প্রয়োজন। বিশেষ করে উচ্চতর দক্ষতা প্রশ্নগুলো কঠিন হওয়ায় সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি বাজারে প্রচুর গাইড বই থাকায় মূল বইয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে তারা।

ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মো. ইউসুফ আলী রাঢ়ী বলেন, গ্রাম অঞ্চলের বেশিরভাগ অভিভাবকই দরিদ্র। এদের বেশিরভাগেরই সন্তানদের কোচিং কিংবা প্রাইভেট পড়ানোর সামর্থ্য নেই। স্কুলে যতটুকু লেখাপড়া হয় তাও যথেষ্ট নয়। ফলে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে।

কাল ছাপা হবে : বরিশাল পৌরনদীর মেদাকুল বিএমএস ইন্সটিটিউশন